জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৬ পার করে ১৭ বছরে পদার্পণ করে আজ। আজ নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা জানাচ্ছি। এটি সরকার কর্তৃক ২০০৬ সালের ৯ মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কয়েক বছর আগেই গ্রহণ করা হয়। প্রথমে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলত বাংলাদেশের প্রথম সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ২০০৬ সালে প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় আইন এটিকে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২০০৬ সালে ১৫ একর জমি নিয়ে শুরু করে বর্তমানে ৫৭ একরে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা অনুযায়ী এই পরিমাণ আয়তন বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই বর্তমান উপাচার্য জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এটা একটি ইতিবাচক চিন্তা। বর্তমানে ছয়টি অনুষদের অধীন ২৪টি বিভাগে প্রায় আট হাজার পাঁচশ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

বর্তমানে নতুন উপাচার্য কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় জিরো পয়েন্টে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে স্পিড ব্রেকার স্থাপন। এটা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি ছিল। এখানে আমাদের কয়েক শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। তা খুবই দুঃখজনক। অতীতের উপাচার্যরা স্পিড ব্রেকার স্থাপন বিষয়ে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে নতুন উপাচার্যের কঠোর উদ্যোগে এটা বাস্তবায়ন হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা এবং সেই অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণকে স্বাগত জানাই। এই পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন করতে পারলে সেশনজটমুক্ত ক্যাম্পাসে পরিচিতি লাভ করবে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা অনেক উপকৃত হবেন। খুব দ্রুত সময়ে চাকরির বাজারে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এটি একটি যুগান্তকারী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি স্মার্ট ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলাসহ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। তা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক নতুন মাইলফলক। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ১৬ বছর পেরিয়ে গেলেও নানা বাধায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তাই বর্তমান উপাচার্য যোগদানের চার মাসের মধ্যে প্রাচীর নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান উপাচার্যের চিন্তাভাবনা ইতিবাচক। তবে তাকে বাকি সময় দক্ষভাবে প্রশাসনকে নেতৃত্ব দিতে হবে। ফলে আমাদের উচিত হবে তাকে সহযোগিতা করে বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ জন্য আমাদের সবাইকে যার যার দায়িত্বটুকু সম্পূর্ণভাবে পালন করা উচিত। শিক্ষকদের উচিত হবে গবেষণানির্ভর কাজ করে বিশ্ববিদ্যালেয়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি প্রবেশ গেট হবে। একটি জয়বাংলা এবং অন্যটি হবে বঙ্গবন্ধু। এটি বাস্তবায়ন হলে অবশ্যই তা আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কুয়াশা উৎসব হয়। একমাত্র এখানেই এ সংস্কৃতি চর্চা হয়। এর মাধ্যমে আমাদের দেশ বা জাতির সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। আশা করি- যতদিন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ততদিন এই উৎসব উদযাপন করুক আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে সবুজায়ন, ফুলের বাগান হবে। সবুজে সবুজে আমাদের হৃদয় ভরে উঠুক নজরুল প্রাঙ্গণে। উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মার্ট ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন। আমরাও এই ইতিবাচক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। শিক্ষা, গবেষণা, গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত, শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে বিশ্বাস করি।

বিশ্ববিদ্যালয়টি যেন আধুনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখতে পারে; বর্তমান উপাচার্য সেই উদ্দেশ্যে কাজ করবেন- এটিই আমাদের কামনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব, কর্তব্যগুলো সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। তা হলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ভূমিকা রাখা সম্ভব। সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা

এবং নিয়মতান্ত্রিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় কবির প্রেম ও চেতনায় এগিয়ে যাক। বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন নতুন ফুলে ভরে উঠুক এবং প্রত্যেকে ফুলের মতো তাদের কর্মজীবন পরিচালনা করুক- এটিই হোক আজকের ভাবনা।

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠুক বিদ্রোহী কবিতার ভাবাদর্শে। কারণ নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী কবি। তার 'বিদ্রোহী' কবিতা মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতার বিভিন্ন পঙ্ক্তি যেমন- 'চির-উন্নত মম শির'। এই কবিতা শুনলে সবার মনে এক ধরনের বিদ্রোহী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমাদের সাহস জোগায়। কবি নজরুল সাম্যের কবি, প্রেমের কবি। সব বিশেষণেই আমরা তাকে বিশেষায়িত করতে পারি। তাই তার নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নজরুলের চেতনা ও আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন হোক।

কবি নজরুল ছিলেন এক অসাম্প্রদায়িক কবি। কেননা তিনি ইসলামি গান রচনা করছেন, একই সঙ্গে স্যামা সংগীতও লিখেছেন। অর্থাৎ নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার প্রতিফলন হোক- এটিই আজকের দিনের প্রত্যাশা।

শফিকুল ইসলাম : সাবেক সভাপতি, শিক্ষক সমিতি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ